( কবি কালিদাসের ছন্দ )

# ধাঁধাঁর ছড়াছড়ি

লেখক— শ্রীকৈলাশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী
সাং (ফুলিয়া) প্রফুল্লনগর
পোঃ—বুঁইচা জেলা—নদীয়া।

ভুল হইলে মার্জ্জনা করিবেন।

[ মূল্য দশ পয়সা ]

প্রশ্ন ঃ— ( ১ )

হাসতে হাসতে আসছো তুমি ঠাট্টা করতে মোকে,
আমার শ্বশুর বিয়ে করেছে তোমার শ্বশুরের মাকে
ভেবে দেখ মোর সনে কি সম্বন্ধ হয়।
উপহাসের পাত্রী কিনা জানিবে নিশ্চয় ॥

প্রশ্ন ঃ— ( ২ )

অখাদ্য জিনিষ বটে সর্ব্বলোকে খায়।
ভদ্র লোকে খেলে পরে অপমান হয় ॥
যুবকে খাইলে পরে এদিক ওদিক চায়
বৃদ্ধেতে খাইলে পরে বড় দুঃখ পায়।
বালকে খাইলে পরে বড় আনন্দ পায়।
শিশুতে খাইলে পরে উচ্চে স্বরে চিল্লায়।
রাজুবালা খেয়েছিল পদ্মানদীর তটে
মূর্খ তো দূরের কথা পণ্ডিতের পোদ ফাটে ॥

প্রশ্ন ঃ— ( ৩ )

মা, মাসী, পিসি, খুড়ি, ভগ্নি, জ্যেঠাই, আই
সকলের দেখিয়াছি কিন্তু স্ত্রীর দেখিনাই,
অতি সোজা কথা ভাই ভেবে দেখলে পাবে,
স্ত্রীর কাছে বললে কিন্তু গালাগালি খাবে।

উত্তর— ( ১ ) শ্বাশুরী, ( ২ ) আছাড়,
( ৩ ) স্ত্রীর বিধবা হওয়া ।

প্রশ্ন :— ( ৪ )

বারো মাসের মেয়ে বটে তেরো মাসের কালে।
গণ্ডা গণ্ডা প্রসব করে অগগন ছেলে।
কহে কবি কালিদাস হেঁয়ালির ছলা।
মূর্খ তো দূরের কথা পণ্ডিতে বুঝে কলা।

প্রশ্ন:— ( ৫ )

শোন গো ঠাকুর পো শোনমোর কথা।
একথাটি বলে দেও খাও মোর মাথা।
জলতে দিতেছি জাল সারাদিন ধরে— ।
তবুনা তাঁতিল জল কপালের ফেরে—
ইহার কি অর্থ হয় বল দেখি ভাই
নতুবা জানিব তোমার কিছু বুদ্ধি নাই ॥

প্রশ্ন :— ( ৬ )

কোন নারী দরশনে পুন্য হয় অতি
আলিঙ্গনে মোক্ষলাভ শাস্ত্রের ভারতী
চুম্বন করিলে হয় পবিত্র জীবন।
হেন কোন নারী আছে জগতে এমন ॥

প্রশ্ন :— ( ৭ )

বলি ও ভাল মানুষের ঝি
তোমার ব্যাপার খানা কি ?
দিতে দিতে রয়ে গেলে
আরে ছিঃ- ছিঃ- ছিঃ- ।

প্রশ্ন ঃ— ( ৮ )

জলে জন্ম স্থলে কর্ম
মালাকারে গড়ে
ঠাকুর নয় ঠুকুর নয়
মাথার উপর চড়ে ॥

প্রশ্ন ঃ— ( ৯ )

দিই তো পর পুরুষকে দিই
দিই তো পথে ঘাটে দিই
দিই তো যাকে তাকেই দিই
তুমি আমার আমি তোমার,
তোমায় দিব কি ?

উত্তর— ৪) কলাগাছ, ৫) জলে জাল ফেলা
৬)মা গঙ্গা, ৭) ঘোমটা, ৮) টোপর, ৯) ঘোমটা

প্রশ্ন ঃ—( ১০ )

নড়ীতে জড়ি সড়ি জলে অদিবাস।
ফল নাই, ফুল নাই ধরে বার মাস॥

প্রশ্ন ঃ— ( ১১ )

তিন অক্ষরে নাম তার, সর্ব লোকে বলে,
প্রথম অক্ষর কেটে দিলে ভাসে গঙ্গার জলে।
মধ্যম অক্ষর কেটে দিলে মাছ ধরতে যায়
শেষ অক্ষর কেটে দিলে সর্ব্ব লোকে খায়।

প্রশ্নঃ—( ১২ )

তিনটি হরপে নাম শক্ত জবাব।
চিনতো তাদের বাদশা নবাব ॥
গোড়ার অক্ষরটাকে দেত্ত যদি টুটি।
হতে পারে বেশ লুচি আর রুটি ॥

প্রশ্ন ঃ—( ১৩ )

কায়স্তর হস্ত ছাড়া, পাঠার ছাড়া পা
লবঙ্গর বঙ্গ ছাড়া, বেছে বেছে খা।

প্রশ্ন ঃ—( ১৪ )

দশ শির আছে সে নহেক রাবণ
রামের অঙ্গের মত তাহার বরণ
যুদ্ধের বারতা সে তা জানে না কখন
নারীর হস্তে তীক্ষ্ণ অস্ত্রে তাহার মরন।

উত্তর ঃ—(১০) পান (১১) আমরা
(১২) বেগম (১৩) কাঁঠাল (১৪) ঝিঙ্গে

প্রশ্ন ঃ—( ১৫ )

জলের মধ্য দিয়ে আসে যায়
মাছও নয় মাংস ও নয় মানুষ তাকে খায় ॥

প্রশ্ন ঃ— ( ১৬ )

আটির উপর কাটি; তার উপর মাটি,
তার উপরে ছাই,

মানুষ তাকে খায়, পেট ভরে না তাতে—
আবার খেতে চায়।

উত্তর :—(১৫) হুকা (১৬) হুকা

প্রশ্ন :— ( ১৭ )

তিন অক্ষরে নাম মোর, নষ্ট আমি মিঠে,
কখনো বা হাতে চড়ি কখনো চড়ি পিঠে।
প্রথম অক্ষর নিয়ে তুমি পান কর সুখে
গরম গরম ভাল লাগে তোল যদি মুখে,
বাকী অক্ষর অমনি ইংরাজী কথা হয়,
বল মোরে পড় গিয়ে মনে যত লয়॥

প্রশ্ন :— ( ১৮ )

জল জন্তু নহে কিন্তু জল মধ্যে বয়
মনুষ্য প্রভৃতি সবে বক্ষে করি লয়
পদ নাই কিন্তু ধায় পবনের গতি
কানে ধরি বসে যেই সেই তার পতি॥

প্রশ্ন :— ( ১৯ )

রামায়ণে লেখা আছে অতি পুরাতন।
স্বামী স্ত্রীতে দুই জনে বাইশ হাত হন॥
কি নাম তাহার হয় বলহ সত্বর।
বুদ্ধিমান বলি বুঝি পাইয়া উত্তর॥

প্রশ্ন :— ( ২০ )

পিতা হল মাতামহ ভগ্নি হল মাতা।
ভাগ্নে হল সহোদর কোন শাস্ত্রের কথা ॥

উত্তর :—(১৭) চাবুক (১৮) নৌকা
(১৯) রাবণ ও মন্দোদরী (২০) কুশ

প্রশ্ন :—( ২১ )

সূর্য্য বংশে জন্ম মোর অজ রাজার নাতি।
দশরথের পুত্র হই নই সীতা পতি ॥
রাবণের অরি নয় লক্ষণের জ্যেষ্ঠ
কহে কবি কালিদাস হেঁয়ালীর শ্রেষ্ঠ।

প্রশ্ন :— ( ২২ )

বাপে জন্ম দিল বটে মা ছিল না কাছে
ভূমিতে উৎপন্ন সে নাহি ফলে গাছে।
অপরূপ গল্প শুনি না বলি বচন
উত্তর দেখিলে তুমি পাইবে কারণ ॥

প্রশ্ন :—(২৩)

তিন অক্ষরের নাম তার জলে বাস করে
শেষ অক্ষর কেটে দিলে আকাশেতে উড়ে।

প্রশ্ন :—২৪

মাতা পিতা উভয়েতে পুত্র বিনাশিল
কাটিয়া পুত্রের মাতা রন্ধন করিল।

হেন কোন নিষ্ঠুর মাতা কেবা পিতা ছিল
পুত্র মাংস রান্না করি ব্রাহ্মণেরে দিল ॥

প্রশ্ন :—২৫

ঘরের ভিতরে থাকে কিন্তু নারী নয়।
রবির কিরণ তার প্রাণে নাহি সয় ॥
নবীনা হয়ে উঠে ষষ্ঠ বলম বন।
নগর নগরীর প্রাণ করে সে রঞ্জন ॥

উত্তর :—(২১) ভরত (২২) সীতাদেবী
[২৩] কাকড়া [২৪] দাতাকর্ণ (২৫) পান

প্রশ্ন :— ( ২৬ )

বিধাতার নির্ম্মিতা খর অতি সুগঠন
তাহার মধ্যেতে থাকি করে বিচরণ।
হস্ত পদ নাহি তার মাংস পিণ্ড প্রায়।
জলের মধ্যে থাকে কিবা নাম হয় ॥

প্রশ্ন :— ( ২৭ )

সন্ধ্যাকালে জন্ম তার প্রভাতে মরণ
মস্তক উপরে সদা করে বিচরণ।
স্বর্ণাকার মনোহর দেহের গঠন
এক পথে করে গতি সেই কোন জন ॥

উত্তর :— (২৬) শামুক (২৭) তারা

---

সুষমা প্রেস, রাণাঘাট।